লক্ষ্মী পাঁচালী

প্রদীপ সামন্ত

মোহন সাইকেল

সাইকেলের কথা মনে হলে আমার চড়ুইপাখির মতো উড়ুক্কু অবস্থা। আমি কি তোমার সাইকেলের রড়ে কখনো বসেছি ? বসে পা ঝুলিয়ে গঞ্জের হাটের দিকে চলে গেছি ? গঞ্জের দিকে চলে যেতে যেতে তোমার গায়ে ঢলেপড়ে, পেছনে ঝুঁকে ফিরে তাকিয়েছি আমার বাড়ির চৌকাঠের দিকে ? সেখানে আমার মা ঝাঁটা দিয়ে উঠোন পরিস্কার করছে। আর আমি চোখের পলকে রাস্তা ডিঙিয়ে, আলপথ ডিঙিয়ে চলে এসেছি মোরাম রাস্তার। তারপর গা ঘেঁষে ঘেঁষে তোমার কাছাকাছি। তোমার সাইকেলের প্যাডেলে পা দিয়ে লাফিয়ে উঠে রডের উপর বসে তোমায় তাড়ালাগিয়েছে -- চলো সুশান্ত, তাড়াতাড়ি পালিয়ে চলো। মা দেখতে পাবে। এমন তো হয়নি কোনোদিন ! তবু তুমি সাইকেলচালিয়ে আমার বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গেলে আমি কেন লাফিয়ে উঠি ? কেমন যেন ঘোরের মধ্যে ওই কাশবনেরভেতর দিয়ে আমি চলে যাই গঞ্জের হাটতলায় ? কেন যেন নিশ্চিন্তে আমি তোমার ইলেভেন ক্লাসের সহপাঠীদের পাশে গিয়ে বসে থাকি তোমার ছুটি হওয়ার অপেক্ষায় !

তোমার সাইকেলের ঘন্টি বেজেছে একবার। তুমি চলে গেছো মোরাম রাস্তার দিকে। পথচারীকে সরে যেতে বলেছে তোমার সাইকেলের ঘন্টা। আর ভুল সঙ্কেত পেয়ে আমি কেন বেজে বেজে উঠছি বাঁশির মতো ? তুমি তোফিরবে সেই বিকেলে, যখন আমার মা টেনে টেনে আমার চুল বেঁধে দেবে। আমি দাঁতে চেপে রাখব চুল বাঁধা কালো ফিতে। ঘাড় ঘুরিয়ে তোমাকে দেখতে গেলে, মা ঠাস করে মাথায় মারবে। আমি মার খেতে খেতে তোমার ফেরা দেখি। সন্ধ্যা নেমে আসা দেখি। তোমাকে দেখতে গিয়েই আমার বিনুনির চুল অসমান হয়ে যাবে। ভুলভাল চুলের বাঁধন নিয়ে আমি অপেক্ষা করব আবার পরের দিন কখন তুমি ইস্কুলে যাবে। ওই মোহন সাইকেল বুঝি অসুস্থ হয় না ? একদিন চেন কেটে গেলে কিংবা টিউব পাংচার হলে তুমি তো ঝুপ করে সাইকেলটা আমাদের উঠোনে ঠেকিয়ে রেখে যেতে পারো ! আমি পুরানো গামছা দিয়ে মুছে রাখব তোমার বসার জায়গা, তোমার হাতে ধরা হ্যান্ডেলের অংশ। সাইকেলের ঘন্টিতে আঙুল বুলিয়ে তোমার নাম লিখব। লিখতে তো জানি না ভালো। সবে তো অ-আ-ক-খ শিখেটে ভর্তি করছি। তুমি নয় কোনো একদিন আমার লেখা বানান সংশোধন করে দিয়ে পিঠে একটা থাপ্পড় মেরো ! ওই মোহন সাইকেল কেন বিগড়ে যায় না ? কেন রোজ রোজ তুমি ওটাকে বাড়ি অবধি নিয়ে যাও ?

খবরে প্রকাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা মাতিয়াগঞ্জ ২১ শে ফেব্রুয়ারি - তমলুক থেকে সাতাশ কিলোমিটার দূরে মতিয়াগঞ্জ বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে কে বা কারা ওই কেন্দ্রের তণ প্রশিক্ষক সুশান্ত গায়েনের সাইকেল চুরি করেছে। সুশান্তবাবু আমাদের প্রতিবেদককে জানান, বেশি কিছুদিন ধরেই কেউ তাঁর সাইকেলের উপর চোখ রেখেছে। কোনো কোনোদিন সাইকেলের হাওয়া খুলে দিত কেউ, কোনোদিন সাইকেলের বেল বিকল থাকত। নখ দিয়ে তার সাইকেলের সিট কভারে কেউ আঁচড় দিত বলে তিনি অভিযোগ করেন। এইসব খুচরো ব্যাপার চলছিল। গতকাল রাতে সাইকেলটাই বেপাত্তা। সুশান্তর বাবা পরেশ গায়েন মতিয়াগঞ্জের অঞ্চল প্রধান। এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের উপর এই আক্রমণ আসলে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের কাজ। তারা আমাদের সরকারের জনমুখী শিক্ষাবিকাশের কাজে বাধা দিতে চায়। আমরা তা হতে দেব না। আমার ছেলের উপর আক্রমণ হয়েছে, কাল আমার উপর হবে। সাধারণ মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন। আমরা জোতদার জমিদারদের ভয় পাই না। প্রতিবেদক এলাকার দু-একজন জোতদার জমিদারের নাম জানতে চাইলে পরেশবাবু কোনো মন্তব্য করবেন না বলে এড়িয়ে যান।

এই ঘটনা মতিয়াগঞ্জে যথেষ্ট উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য কয়েকজনকে থানায় ধরে নিয়ে যায়। পরে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে লক্ষ্মী নামের এক কিশোরী নাকি এই অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত। লক্ষ্মী এই শিক্ষাকেন্দ্রে পড়তে আসে। তার বয়স সতেরো বছর। তার বাবা খুব গরীব, তাই পড়াশুনা করাতে পারেনি মেয়েকে। শিক্ষাকেন্দ্রের কেউ কেউ নাকি লক্ষ্মীকে সুশান্ত মাস্টারের সাইকেলে খুটখাট করতে দেখেছে এর আগে। পুলিশের কথা শুনে পরেশবাবু লক্ষ্মীকে শিক্ষাকেন্দ্রে পড়তে আসতে বারণ করেছেন। লক্ষ্মীকে বাদ দিয়ে শিক্ষাকেন্দ্রআজ থেকে চলবে। তবে এলাকায় এই সাইকেল চুরির ঘটনা বেশ উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা বিষয়টাকে হালকা ভাবে নিচ্ছেন না। দেখা যাক সাইকেলের কী কিনারা হয়।

বিরোধী রাজনীতি

মতিয়াগঞ্জের রাজনৈতিক দলগুলো লক্ষ্মী বাই -এর ঘটনাকে খুব সহজভাবে নেয়নি। তাঁরা অঞ্চল প্রধান পরেশ গায়েনের বিদ্ধে হাজার অভিযোগ আনছেন। অঞ্চল প্রধান তাঁর ছেলের সাইকেল চুরির ঘটনাকে নিয়ে রাজনীতির খেলা খেলছেন বলে বিরোধী দলের ব্লক সম্পাদক বণ দাস ক্ষোভ প্রকাশ করেন। নেহাত সাইকেল চুরির মতো একটি সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে গরীব ঘরের লক্ষ্মী বাইকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করছেন গায়েনমশাই। বয়স্ক শিক্ষার নামে বহু টাকা পয়সার নয় - ছয় হয়েছে। আর পঞ্চায়েত র্নিবাচনের আগে মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বিপ্লবী সাজতে চাইছেন অঞ্চল প্রধান। আজ লক্ষ্মীকে তাড়ানো হল। ধীরে ধীরে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রটিকে বন্ধ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র আঁটছেন প্রধান মশাই। শিক্ষার প্রসার কারা খে দিতে চাইছে, এ ব্যাপারটা বিশদ বুঝিয়ে তাঁরা সভা সমিতি করেছেন। তাদের কর্মসূচির মধ্যে অঞ্চল অফিস ঘোরাও অন্যতম বিষয় ছিল। বণ দাস সেদিন লক্ষ্মী বাইকে দিয়ে সভা করেছেন। লক্ষ্মী বলেছে, আমি সাইকেল চুরির কিছু জানিনি। মোকে শুদুমুদু দোষ দিল অরা। আমি পড়াশুনা করতে চাই। মোর বাপ গরিব। এখন মোকে কে পড়াবে, আপনারাই বলে দেন। এরপর লক্ষ্মী বণ দাসের দিকে তাকায়। বণ দাসের ইঙ্গিতে সে নমস্কার করে নেমে আসে। লক্ষ্মীর কথা শুনে মতিয়াগঞ্জের হাটতলার মানুষজন তুমুল হর্ষধবনি ও হাততালি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সরকারি দলের এক অঞ্চল নেতা বলেছেন, সাইকেল চুরির ঘটনা আমাদের হাতের বাইরে চলে গেছে। ভোটে এর প্রভাব পড়বে কি না জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝানো খুব সহজ। বণবাবুর মতো নেতারা যেভাবে গলা ফাটিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন, আমরা বেকায়দায় পড়তেও পারি। কিচ্ছু বলা যাবে না। প্রসঙ্গ এসে যাওয়ায় প্রতিবেদক ওই নেতাকে জিজ্ঞেস করেন, পশ্চিমবঙ্গে বাইশ বছর সরকার টিকে থাকার পেছনেও কি গ্রামীণ মানুষের ভুল বোঝাটাকে আপনারা পাথেয় করেছেন ? --'এসব রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীকে জিজ্ঞেস করবেন। আমরা ব্লকের বাইরের সম্পর্কে কোনো কথা বলব না। এটা আমাদের পার্টির শৃঙ্খলা। প্লিজ, আর কথা বাড়াবেন না।'

লক্ষ্মীর অবস্থা

পড়াশুনা বন্ধ হলেও লক্ষ্মী এলাকায় খুব বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। তাকে দেখতে ভিন গাঁয়ের মানুষজন আসছে। লক্ষ্মীর লজ্জা লাগে। তার অমন যে ভালোবাসার সাইকেল, সেটার জন্যে যত জ্বালা ! সে যে মাস্টারের সাইকেলে হাত বোলাতো, খুটুর খাটুর করত, সে তো অনেকেই করে । ও পাড়ার বুড়ি, হাউড়ি, হেনি --- ওরা আসলে ভীষণ হিংসুটে। তবু তো আমি মাস্টারকে ভালোবাসিনি, ভালোবেসেছি সাইকেলটাকে, তাতেই এত ? ওরে বাবা, মাস্টারকে ভালোবাসলে তো তবে প্রধানবাবু আমাকে শূলে চড়াতো। অনাগত বিপদের কথা কল্পনা করে লক্ষ্মী আঁতকে ওঠে। সে খুব একটা বাইরে উঠোনে আসে না। দিনের বেশির ভাগ সময়টাই সে ঘরের ভেতরে থাকে। বাইরে মোরামরাস্তায় সাইকেলের ঘন্টি বাজে। লক্ষ্মী প্রথম প্রথম তাকাতো। সে এখন জেনে গেছে সুশান্ত মাস্টার তাদের পাড়াররাস্তা দিয়ে আর যায় না। সে এখন হাটতলায় যায় দাসপাড়ার রাস্তা দিয়ে। এই উপলক্ষে দাসপাড়ার কাঁচা রাস্তাটা বোধহয় মোরাম হবে। হোক, তাতে লক্ষ্মীর কী আসে যায় ! সে তো শুয়ে শুয়ে অলুক্ষুণে সাইকেলটার কথাই ভাবছে ! কে যে নিলো ? মরণ হয় না কেন তার, ওলাউঠা হয় না কেন, জলবসন্ত হয় না কেন ... ...।

জেলার খবর

এই ভোটের মরশুমে কোন খবর যে কীভাবে হিট হয়ে যাবে কেউ জানে না। তাই মতিয়াগঞ্জের সামান্য সাইকেল চুরির ঘটনা উঠে এল কলকাতার কাগজে। প্রায় সব কাগজই খবরটা ছেপেছে। একটি কাগজ তো লক্ষ্মীর ছবি পর্যন্ত ছেপে দিয়েছে। কলকাতার একটি নামকরা দৈনিক হোর্ডিং দিয়েছে -- প্রধানের রোষে পড়া বন্ধ বয়স্কা ছাত্রীর। বোল্ড টাইপের এই হেডিং -এর নীচে তিন চারটি লাইন লেখা আছে। খবরটা এরকম। স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ২৩ শে ফেব্রুয়ারি - ত্রিদেশীয় এশীয় ত্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপের শ্রীলঙ্কার বিদ্ধে আসন্ন টেস্টেও লক্ষ্মী খেলারসুযোগ পাচ্ছে না। তার জায়গায় ঢুকছে নেহরা। ইডেনের পর এই টেস্টে ছিল তার সামনে অভিষেকের সুযোগ ! গতকাল সিনিয়র ত্রিকেটাররা তার পিঠ চাপড়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। বারোজনের দলে থেকেও শেষ মূহূর্তে মাঠে নামানো হল না কেন, এই প্রশ্ন নিয়ে পূর্বাঞ্চল কর্তাদের মধ্যে চাপা অভিমান দেখা গেল। ভারতীয় ক্যাপ্টেন মহ আজহারউদ্দিনকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এই টেস্টের পক্ষে যা দরকার ছিল তাই করা হয়েছে। লক্ষ্মীরতন তো সারাজীবন দলে খেলবে। ওর মধ্যে ভালো ত্রিকেট আছে। এই টেস্টে সুযোগ পেল না, এই যা... । বিভিন্ন সূত্রের কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে যে, একদম শেষ মূহূর্তে মূলত মিঞাসাহেব চাননি, তাই দলে ঢুকতে পারেনি লক্ষ্মী।

মতিয়াগঞ্জের খবরের হেডিং ঠিক ছিল। খেলার পাতার ম্যাটার ভুল করে চলে এসেছে জেলার খবর -এর পাতায়। তাই এই বিপত্তি।

মতিয়াগঞ্জের হাটতলায় লক্ষ্মীরতন শুক্লা এবং লক্ষ্মী বাই দুজনকে নিয়েই আলোচনা হয়েছে সারাদিন। অবশ্য লক্ষ্মী শুনেছে। কিন্তু সে তো পড়তে পারে না ! তার বাপ কোত্থেকে একটা কাগজ এনেছে,তাতে নিজের ছবি দেখে চোখের পাতা ফেলতে পারছে না লক্ষ্মী। এটা কি তারই ছবি ? আবেগে কাগজটা বুকে জড়ি য়ে ধরে।

লক্ষ্মী পূর্ণিমার রাত
আজ পূর্ণিমা। থালার মতো গোল চাঁদ। চাঁদের আলোয় থৈ থৈ করছে চারপাশ। এই গভীর রাতে লক্ষ্মী একা একা শুয়ে আছে বিছ ানায়। তার বাবা বারান্দায় মাদুরে শুয়ে আছে। নাক ডাকার শব্দ আসছে। তার মা পূর্ণিমার পূজো করছে। মা তার একটু আধটু পড়তে জানে। আর তাতেই সে লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়ছে সুর করে করে। লক্ষ্মী জেগে জেগে সেই সেব শুনছে আর মাস্টারের স াইকেলের কথা ভাবছে।

যেইজন লক্ষ্মীবারে লক্ষ্মীপূজা করে।
বেবাক ধান্য আসি তার গোলা ভরে।।
যেজন লক্ষ্মীবারে লক্ষ্মীকথা পড়ে।
গোলোকে তাহার নাম দেবতা যে স্মরে।।
যেজন মান্য করে লক্ষ্মী ব্রতকথা।
সুখ আসি তার ঘরে শুষে নেয় ব্যথা।।

ভালো লাগছে না লক্ষ্মীর। তার মা তাকে পূজার কাজে ডেকেছিল। সে যায়নি। তার মন ভালো নেই। শুয়ে শুয়ে সে সাইকেলের ঘন্টি শুনল। হ্যাঁ, ঠিক। সে পা টিপে টিপে বারান্দায় এলো। জ্যোৎস্নার মায়ার চারদিক কুয়াশার মতো সাদা। হঠাৎ করে চেনা জ ায়গাটা ঠাহর হয় না। তার বাপ ঘুমোচ্ছে ভোঁস ভোঁস করে। সে তার বাবাকে পাশ কাটিয়ে উঠোনে নেমে আসে। সে দেখে সুশান্ত তাকে হাত নেড়ে ডাকছে। সে এগিয়ে যায়। হাসতে হাসতে সুশান্তর সাইকেলে উঠে বসে। সুশান্ত সাইকেল চালায় মাঠের মাঝখ ানে। অসীম জ্যোৎস্নায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে লক্ষ্মী। তার মার গলা শোনা যাচ্ছে -- যেজন লক্ষ্মীবারে লক্ষ্মীপূজা করে ... ...।